নারাঙ্ পিকচার্সের
চীনের পুতুল
PHOTO ARTS
গোল্ডেন পিকচার্স রিলিজ

নারাং পিকচার্সের নিবেদন

'চীনের পুতুল'

প্রযোজনা : **এস্, ডি, নারাং** ★ পরিচালনা : **'পার্থ সারথী'**

কাহিনী ও সংলাপ : **শশধর দত্ত**

চিত্রশিল্পে : জয়ন্তী জানী	স্থির-চিত্রে : রতন দাস
শব্দগ্রহণে : অবনী চ্যাটার্জ্জী	দৃশ্য-নির্ম্মাণে : ছেদীলাল
সুরসৃষ্টি : গোপেন মল্লিক	রূপ-সজ্জায় : টি, সি, অধিকারী
সম্পাদনায় : এ, কে, চ্যাটার্জ্জী	পোষাক-পরিচ্ছদে : জাকির হোসেন
নৃত্য-পরিকল্পনায় : অতিনলাল গাঙ্গুলী	ব্যবস্থাপনায় : ভি, ডি, নারাং
গান-রচনা : চারু মুখার্জ্জি	কর্ম-সচিব : বি, ডি, নারাং
শিল্প-নির্দেশনায় : অনিল পাল	প্রধান-কর্মসচিব : কে, মাধব

সহকারিগণ

পরিচালনায় : পি, চ্যাটার্জ্জী ● চিত্র-শিল্পে : রতন, রাম
শব্দ-গ্রহণে : ডি, এন, পাল ● রূপ-সজ্জায় : বটো, মনোতোষ
সম্পাদনায় : নরেশ, শৈলেন

রসায়নাগার—**বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী**

বেঙ্গল ন্যাশানাল ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

● চরিত্র-চিত্রণে ●

কুলদীপ, স্মৃতি, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বীরেন চ্যাটার্জ্জী, গৌতম, ধীরাজ দাস, তুলসী, শ্যাম লাহা, গৌরীশঙ্কর, ননী মজুমদার

প্রচার-সচিব—**শ্রীসুশীলমাধব বসু**

একমাত্র পরিবেশক—**গোল্ডেন পিকচার্স**

৪নং রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চীনের পুতুল

(গল্লাংশ)

গভীর রাতে আবার এক খুন। এবারেও পুলিশের লোক। আততায়ী ফেরার। বিশিষ্ট অফিসার সত্যেন ঘোষাল চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছেন। সহরের বুকে রহস্যজনকভাবে একের পর এক খুন হ'য়ে চ'লেছে, আর প্রতিবারই খুনী মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে গা ঢাকা দিয়ে যাচ্ছে। কে এই নরঘাতক? কেনই বা সে খুন করে?

সন্দেহজনক সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর পুলিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। বিখ্যাত নাইট্ ক্লাব কাফে হাওয়াইনের ম্যানেজার মিঃ গাঙ্গুলী এবং সেখানকার সুন্দরী নর্ত্তকী মিস্ মারগারেট্ সত্যেনবাবুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর একটী প্রতিষ্ঠানের উপর পুলিশের কড়া নজর পড়ে; সেটী হ'চ্ছে একটী চীনা নাচের দল। সম্প্রতি সহরে তাঁবু ফেলে তারা দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছে অভিনব নাচ গানের হররা দিয়ে। সত্যেনবাবুর বন্ধু ইন্দ্রনাথ উক্ত দলের উপর নজর রাখবার ভার গ্রহণ করেন। তারপর? ....

চীনা সুন্দরী মিংচু আর অবিবাহিত যুবক ইন্দ্রনাথ..........মিংচু আর ইন্দ্রনাথ...... ইন্দ্রনাথ আর মিংচু!

দলের কর্ত্তা ধর্ম্মভীরু চাংসা সেদিকে দৃকপাত করেন না; কিন্তু তাঁর সহকারী ডাঃ জেন? ....

সাগর তীরে চীনা দলের পিক্‌নিক্—সেখানে ইন্দ্রনাথ।........ কাফে হাওয়াইনে মারগারেটের নাচের মজলিস—সেখানে ইন্দ্রনাথ।...... চীনাদের ষ্টীমার

পার্টি—সেখানেও ইন্দ্রনাথ। বিপুল জলরাশির বুক চিরে জাহাজখানা যখন ছুটে চ'লেছে দুর্দ্দামগতিতে, আর তার অভ্যন্তরে চ'লেছে নাচ গানের হুল্লোড়—তখন............?

একদিকে দুর্ব্বৃত্তরা ষড়যন্ত্র করে—অপর দিকে সত্যেন ঘোষাল সূত্রের পর সূত্রের মালা গাঁথেন। খুন আর চোরাকারবার—দুইয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব এক যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ হঠাৎ গেল কোথায়? মিংচুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা—সে কি ভালবাসা, না শুধু কপট ছলনা? তবে কি............

ইন্দ্রনাথ—মারগারেট—চাংসা—মিংচু—চোরা কারবারী ঝুনঝুনওয়ালা—ডাঃ জেন্ মিঃ গাঙ্গুলী এদের সংশ্রবে সহস্র রোমাঞ্চকর প্রশ্ন সত্যেনবাবুর অন্তর আলোড়িত করে। কিন্তু সবার উপর বড় জিজ্ঞাসা হত্যাকারী কে? হত ব্যক্তির কাছে কেন সে রেখে যায় একটী কোরে নিদর্শন? পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যেই কি?

সকল প্রশ্নের সমাধান পাবেন পর্দ্দায়।

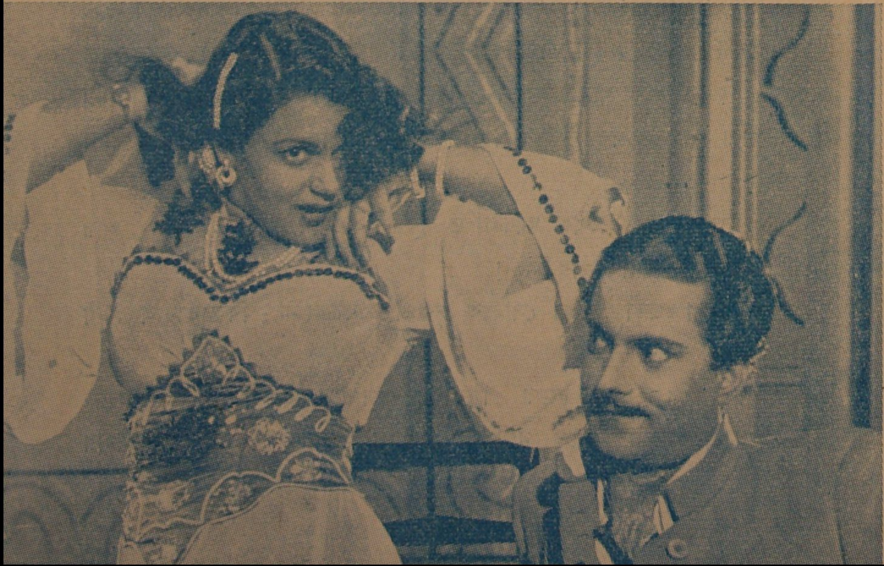

সঙ্গীতাংশ

(১)

রঙচঙেচং রঙমহলার কে এলগো দ্বার খুলি
আমরা খুসীর দিলরুবা গো টুংটাংটুং সুর তুলি
আহা সোণার মত রঙ
মোরা থাকি যে হংকং
মনে লাগাই হলুদ রঙ গো মোরা রঙীন বুলবুলি।
মোরাও থাকি সংহাই
যদি মনের নাগাল পাই
রঙে রঙ মিলাতে চাই নাচের তালে তালে
ঢেউ তুলি।
শুধু মুখের কথা নাকি
যদি হৃদয় জমা রাখি
ও সব মিথ্যে কথা ফাঁকি কেবল মন নিতে
এই বুলি।
জানো মোরা পুরুষজাত
ভারি বেইমান বজ্জাত
খুব সাম্‌লে বলো বাত নইলে দেবো দুটী
কান মুলি।

(২)

আগ্‌ডুম বাগডুম ঘোঁড়ারডুম সাজে
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজে
রেলকম্ ঝমাঝম্ পা পিছলে আলুর দম।
সাগর তটে কেলি করে রাধিকা আর কৃষ্ণজী,
মেম সাহেবের বেজায় দেমাক নাছোড়বান্দা শেঠজী;
কৃষ্ণ বুঝি রাধার হাতে ডিগ্‌বাজী খায় এই প্রথম।
Oh my old dear, take bath enjoy—
হো যাও আজ handsome মাত্ করো কুছ্ ভয়
বহুৎ মিঠা তোমার বাত্ দিল্ ছিন্ লিয়া একদম।
বুড়োর প্রাণে সখ দেখ না আহা মরি মরি
শোনো মাত্ their বাত্ dont be so sorry
তুমি আছো আচ্ছা bull ফির কেয়া হায় সরম।
সমঝি নাতো English বাত্ কেইসে বনু সাথী
Don't fear old fool তুমি আছো lucky
ইস্ লিয়ে তো দেবীজী দিল ভরতা হরদম।
ভাবনা কেন মাথায় তোমার ভাঙবে পাকা বেল,
Market মে লে কর তুমকো কর দেগা হাম সেল
মিট্ জায়েগা দিল্‌কা ধড়কন কমবে বক্‌বকম।

তাই শুনে মা শুধু দেন গালাগালি—
কিল চড় ধুপ্ ধাপ্ পড়ে থালি থালি।
আবার ইস্কুলে যাওয়া ভারি জ্বালা—
আছে হেড্ মিষ্ট্রেস্ কানে কালা ;
ট্যারা চোথী, থ্যাঁদা নাকী
ঘাড় লম্বা উঠ পাথী—তার উপরে তোত্লামি
শুধু শুধু বলে রোজ দাঁড়াও বে-বেঞ্চিতে মণি,
যত বলি আমি নই আমি নই দিদিমণি—
থোঁড়া বুড়ী নেংচে এসে দেয় কান মুলি
কিল চড় ধুপ্ ধাপ্ পড়ে থালি থালি।
রোজ আমি ভাবি তাই কবে বড় হবো,
বাবার মতন আমি আপিসেতে যাবো ;
লেথা পড়া রবে না—
স্কুলে যেতে হবে না—
গালাগালি থাবো না—
ইস্ ভারি মজা—ভারি মজা হবে—
থুকি ব'লে আর কেউ ডাক্বে না মোরে !
এথন তো যাই স্কুলে নিয়ে এই থলি
কত দিন অছে ভোগ জানেন শ্রীহরি।

(৩)

দুর বিদেশিণী চীন দেশের চিনি
আমি চীনের পুতুল নরম।
মোর হাসিতে ছলক
দুই আথিতে ঝলক
আমি মরশুমি ফুল পিতম।
কেউ আসিলে দ্বারে
প্রেম অভিসারে
আমি বলি তারে স্বাগতম।
আমি বিরহী বধূ
মরি সরমে শুধু
তবু নাই কোন প্রিয়তম।
প্রাণে দিয়ে গো দোলা
করি পথ ভোলা
মনে জাগাই সুর সরগম।

(৪)

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হ'য়ে চলি।"
না না না দেবে না এরা ভাল হ'তে দেবে না—
গুরুজনেই দেবে না—
ঐ থিট্থিটে রগচটা চীনেম্যান, চোথ কটা
গোলগাল মোটা সোটা থ্যাঁদাবোঁচা ভূতোমামাটা
ভারি করে হৈচৈ, বলে পড় কই পড় কই পড় কই
কই পড় কই পড়—পড় কই পড় কই পড় কই
পড় কই—

(৫)

হুররে মেরেছি বাজী আমরা সেলার।
জানি শুধু ডিউটি—
আর আছে বিউটি—
পাড়ি দিতে পারাবার।
হুকুমেতে নড়িচড়ি
গুণে গুণে পা ফেলি
ফিট্ফাট্ পরি ড্রেস্
নেই মনে কোনও ক্লেশ
ক্যাপ্টেন মোদের রাজা আমরা সবার।
এই ডেক্ ধোয়া জ্বালা ভারি
লাগে হাণ্ড্শেক্ কাড়াকাড়ি—
কেউ বলে হ্যালো প্যাল্
কেউ চায় ফ্যাল্ ফ্যাল্
বলে please পোচ্ ডিম দানাদার।
মোরা ইঞ্জিনে ভরি যত কয়লা,
তত ধুয়ে যায় জীবনের ময়লা
শত ঝঞ্ঝা তুফান আর ঝড়
কভু আনে না মনেতে কোন ডর
বেপরোয়া সব কাজে মোরা রঙদার।

(৬)

ভালবাসি তাই পেয়ে যে হারাই এ বুঝি
নিয়তি লেথা,
মন যারে চায় আঁথি যে হারায় পেয়েও
পায়না দেথা।
বেঁধেছিনু থেলা ঘর সহসা এল যে ঝড়—
থেলা ভেঙে যায় স্বপন মিলায় দেথি
আমি সেই একা।
একি অভিশাপ মোর টুটিল মিলন ডোর—
মধু বসন্তে কুহু কাঁদে হায় বরষায় কাঁদে কেকা।
তৃষা না মিটিতে হায়
পিয়ালা টুটিয়া যায়
ফুল তুলে দেথি কাঁটা যেন একি দু'হাতে
শোণিত রেথা।

চারু মুখোপাধ্যায়

★
★ ★

যে ছবি আসছে

মুভি ল্যাণ্ড লিঃ এর নিবেদন

নীলদর্পণ

শ্রেঃ সন্ধ্যা • পদ্মা • রেনুকা
পুর্নিমা • রাণীবালা • শান্তি
জহর • গুরুদাস • হরিধন
ম্যালকম • নীতিশ • প্রভৃতি

পরিচালনা বিমল রায়
সঙ্গীত তিমির বরণ

রূপলাল ধরের প্রযোজনায়
গোল্ডেন পিকচার্সের
নিবেদন

বাগদাদ

শ্রেঃ বেগমপারা • নীলিমা
বিকাশ • নীতিশ • তুলসী
হরিধন ও রেবা

পরিচালনা - শ্যাম চক্রবর্তী
সঙ্গীত - শৈলেন ব্যানার্জী
ও রবিরায় চৌধুরী

কে. টি. প্রোডাক্সন্সের
নিবেদন

শিবাজী

পরিচালনা প্রান
সঙ্গীত - তিমির বরণ

বেঙ্গল ন্যাশনাল
ষ্টুডিওর নিবেদন

সেরাজদ্দৌলা

একমাত্র পরিবেশক • গোল্ডেন পিকচার্স • ৪ রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট।

গোল্ডেন পিকচাস -এর পক্ষ হইতে সুনীল বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।